রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ডিসেম্বর ৬, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/০৩ ডিসেম্বর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.৩১৬—বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বরেণ্য সাংস্কৃতিক ও নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব আলী যাকের গত ২৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

২। জনাব আলী যাকেরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ৩০ নভেম্বর ২০২০

বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বরেণ্য সাংস্কৃতিক ও নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব আলী যাকের গত ২৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

জনাব আলী যাকের ১৯৪৪ সালে ৬ নভেম্বর চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার চাকুরির সুবাদে জনাব আলী যাকেরকে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হয়। তিনি সেন্ট গ্রেগরিজ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং নটরডেম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় জনাব আলী যাকের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে গিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজি সার্ভিস চালু হলে তিনি সেখানে কাজ শুরু করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক সম্প্রচার কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে ফিরে এসে জনাব আলী যাকের আরণ্যক নাট্যদলে যোগদান করেন। ১৯৭২ সালে মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' নাটকে তিনি অভিনয়ের সূচনা করেন। ঐ বৎসরই জুন মাসে তিনি নাগরিক নাট্যদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন।

জনাব আলী যাকের ছিলেন একজন খ্যাতিমান অভিনেতা এবং নাট্য-নির্দেশক। তিনি অসংখ্য জনপ্রিয় মঞ্চনাটকে অভিনয় ও নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' এবং 'টেমপেস্ট'; ব্রেখশ্‌টের নাটকের বাংলা রূপান্তর 'দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা' ও 'গ্যালিলিও'; সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরলদীনের সারাজীবন'; মলিয়ের-এর 'লা ফাসসাভাঁত' অবলম্বনে 'বিদগ্ধ রমণীকুল'; এডওয়ার্ড অ্যালবি'র 'এভরিথিং ইন দ্য গার্ডেন' অবলম্বনে 'এই নিষিদ্ধ পল্লীতে'-শীর্ষক মঞ্চনাটকসমূহের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

মঞ্চনাটকের পাশাপাশি জনাব আলী যাকের টেলিভিশন নাটকেও নিজেকে একজন ভিন্নমাত্রার অভিনয়শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত 'আজ রবিবার', 'বহুব্রীহি', 'তথাপি', 'পাথর দেয়াল' প্রভৃতি নাটকে তাঁর অভিনয়-শৈলী দেশব্যাপী তাঁর জনপ্রিয়তাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। জনাব আলী যাকের রেডিওতে অর্ধশতাধিক এবং টেলিভিশনে শতাধিক সাপ্তাহিক ও ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করেন। মঞ্চ ও টেলিভিশনের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন।

জনাব আলী যাকের অভিনয়ের পাশাপাশি মলিয়ের, ব্রেখশ্‌ট, কার্ল স্যুখমায়ার, এডওয়ার্ড অ্যালবি, শেক্সপিয়ার, অসবোর্ণ প্রমুখ বিখ্যাত বিদেশি নাট্যকারের নাটক রূপান্তর ও অনুবাদ করেছেন। টেলিভিশনের জন্যও তিনি বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর 'নির্মম জ্যোতির জয়'-শীর্ষক একটি মৌলিক প্রবন্ধ সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া, দেশের স্বনামধন্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর নিয়মিত কলাম ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

জনাব আলী যাকের বাংলাদেশ ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ষাটের দশকে প্রথম বিভাগের ক্রিকেটার হিসাবে খেলতেন এবং ৭০ ও ৮০'র দশকে তিনি রেডিও ও টেলিভিশনে ধারাভাষ্যকার হিসাবে কাজ করেছেন।

জনাব আলী যাকের বেশ কিছু দেশি-বিদেশি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া, তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালনা-পর্ষদের সদস্য হিসাবেও দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশের প্রথিতযশা বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'এশিয়াটিক থ্রিসিক্সটি গ্রুপ'-এর চেয়ারম্যান; নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সভাপতি; যুক্তরাজ্যের রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির পূর্ণ সদস্য এবং ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কেন্দ্রের সহ-সভাপতি ছিলেন।

জনাব আলী যাকের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে — 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার', 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার', 'মুনীর চৌধুরী পদক', 'নরেন বিশ্বাস পদক' প্রভৃতি। অধিকন্তু, নাট্যক্ষেত্রে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ১৯৯৯ সালে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে জনাব আলী যাকের ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, বন্ধুবৎসল, মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন উদারনৈতিক মানুষ। সহকর্মীদের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর সহানুভূতিশীল।

জনাব আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের একজন অগ্রদূতকে হারাল। তাঁর মৃত্যুতে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব আলী যাকেরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd